নামাজহীন আর কতদিন?

সংকলন
মানার খালফি ও বাহ্‌লুল বিসাম

বিন্যাস ও সম্পাদনা
নিহাদ সায়িদানি

অনুবাদ
সদরুল আমীন সাকিব

সুন্দর আগামীর জন্য
দাওয়া
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৭
যাত্রা করেছি নামাজের পথে ১০
মৃত্যুদণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে........ ১১
কেন তুমি নামাজ পড়ো না........ ১৪
বিবেককে নামাজের স্বাদ উপভোগ করাও ১৬
নামাজ নিয়ে আমার সাথে মানুষের প্রশ্নোত্তর........ ১৭
আন্তরিক তওবা ১৯
প্রাণের আর্তনাদ........ ২২
নামাজের অপর নাম জীবন ২৪
নামাজে বাস করে প্রাণের প্রাণশক্তি ২৬
জান্নাতের চাবি........ ২৮
হে পাপী........ ২৯
নামাজ জীবনের ভিত্তিমূল........ ৩১
নামাজ দ্বীনের স্তম্ভ ৩২
ঘনঘোর উদ্ভ্রান্ত মেঘ........ ৩৪
হে বেনামাজি ৩৬
বুদ্ধিমান হও ৩৭
তোমার নামাজ তোমার মুক্তি ৩৯
এখনই সময় জেগে ওঠার........ ৪০
তোমার নামাজ; হ্যাঁ, তোমার নামাজ........ ৪২
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরো না........ ৪৪
নামাজ বর্জনকারীর প্রতি চিঠি ৪৮
একান্তে প্রভুর সাথে........ ৫০
ধর্মের খুঁটি........ ৫২

জেগে ওঠো... .... ৫৩
এখানে যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না ৫৪
আর কতদিন দূরে রইবে! ৫৫
বেনামাজির প্রতি চিরকুট ৫৭
একাকী জান্নাতে ৫৯
নামাজ ছেড়ে কী পেলে, হে বেনামাজি ৬১
ভাই, কেন তুমি নামাজ পড়ো না ৬৩
উঠে দাঁড়াও হে নামাজ পরিত্যাগী ৬৫
হে নামাজ পরিত্যাগী ৬৭
দায়ী তোমার অবহেলা, উদাসীনতা ৬৮
অস্তিত্বের রহস্য ৬৯
ভালোবাসার নামাজ ৭২
নামাজ পরিত্যাগী, সামনে মরণ... .... ৭৬
আর কতদিন উদাসীন থাকবে! ৭৭
হে নামাজত্যাগী, এখনই তওবা করো! ৭৯
কোন সাহসে নামাজ পড়োনি! ৮০
গুনাহ ও তওবার মাঝে সময়ক্ষেপণ নয় ৮১
নেয়ামতদাতা একটি সেজদার অধিকার রাখেন না! ৮২
নামাজত্যাগী, বার্তা তোমার প্রতি ৮৪
আল্লাহর কাছে ফিরে এসো ৮৫
হে আল্লাহর অবাধ্য ৮৬
পাপের পথে ধীরে চলো! ৮৭
একজন নামাজত্যাগীর প্রতি... .... ৮৯
রহমানের বন্ধন আশাহত করে না ৯০
বেনামাজি, তোমার প্রতি ৯২
দ্বীনের মহামূল্যবান স্তম্ভ ৯৪
করোনাভীতি; অথচ দুঃসাহসী বেনামাজি! ৯৭
নামাজ! নামাজ! ৯৯
নামাজই প্রকৃত জীবন ১০০

হতাশ হব না—আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস..১০১
শেষ সেজদা ইদের রাতে... ....১০৪
এক নামাজহীনের গল্প ১০৫
নামাজে আছে অপরিসীম বিনিময় ১০৯
নামাজের জন্য উঠুন—দ্রুত, দ্রুত! ১০৯
ঘনিষ্ঠতা গড়ো নামাজের সাথে ১১২
নামাজ দ্বীন ও জীবনের ভিত্তি ১১৩
হ্যাঁ, সে আমার নামাজ! ১১৫
শুধু তোমার জন্য ১১৬
ও প্রভু আমার! ১১৭
নামাজের সাথে আমার মিতালি...১১৮
প্রাণের কাছে.. ১২৪
নামাজের দিন সীমাহীন সুন্দর.. ১২৫
বেনামাজি অজুহাতের হাতে শৃঙ্খলিত ১২৬
আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন ১২৭
সেজদার বাহনে নিকটে পৌঁছো আল্লাহর... .... ১৩০
বেলা ফুরায়নি...১৩২
জীবনের শিরোনাম নামাজ ১৩৪
হে ইবাদতকারী, তুমি নামাজ পড়ে যাও... ....১৩৪
নামাজ বর্জনকারীর প্রতি বার্তা ১৩৬
আজান আল্লাহর রিংটোন...১৩৯
নামাজ আল্লাহর সাথে মুনাজাত বা একান্ত আলাপন... ....১৩৯
নামাজ মানে জীবন ১৪২
আমার নামাজ আমার ভালোবাসা ১৪৩
নামাজ মানে আত্মপ্রশান্তি... ১৪৫
তোমার নামাজ.. ১৪৭
তোমার প্রতি, হে নামাজত্যাগী ১৪৯
আলোর পথ ১৫১
ভূমিকম্পে হৃৎকম্পন ১৫২

একটি ভূমিকম্প আমার জীবনের সকল আঁধার দূর করে দেয়... .... ১৫২
নামাজ তোমার মুক্তির পথ ১৫৪
নামাজহীনের ইসলাম কীসে!... ১৫৫
ক্ষমা করুন হে প্রভু ১৫৭
ফিরে এসো আল্লাহর কাছে ১৫৮

❀

যাত্রা করেছি নামাজের পথে

জেগে উঠেছি এক প্রবল ঝাঁকুনিতে... যাত্রা করেছি এক উচ্চাভিলাষের পানে... ছুটে চলেছি সময়ের বুক চিরে... পৌঁছে যাচ্ছি চূড়ান্ত লক্ষ্যে...

নামাজ—আমার অনুভূতিগুলো শোনাচ্ছে তার প্রতি ভালোবাসার কথা, সুরে-সুরে গাচ্ছে তার প্রেমের কবিতা... সে না থাকলে হারাবে সকল আশা, বিনিদ্র রজনির গহিনে নির্লিপ্ত নয়নে চেয়ে থাকব নিকষকালো আঁধারে...

নামাজের মাঝে রয়েছে আমার প্রাণের সজ্জা; তার ভেতরে আমি লাভ করি স্বস্তির চাদর, প্রশান্তির কাঁথা, নিরাপত্তার উষ্ণতা...

যতবার আমার দু-হাত ওঠে 'আল্লাহু আকবার' তাকবির ধ্বনিতে, হৃদয় আক্রমণ হানে শয়তানের শিবিরে—শক্তি ও পূর্ণতার অপূর্ব সমরবিন্যাসে, অবরোধ বসায় আমার সত্তাপ্রাচীরের প্রাঙ্গণে, হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তাকে এক নির্মল প্রেমের পৃথিবীতে...

হে নামাজি, অটুট রাখো হৃদয়ের স্বচ্ছতা, এবং আল্লাহর প্রতি তাকওয়া ও ভালোবাসার স্তম্ভে নির্মাণ করো প্রাসাদ...

কুরআনের প্রতিটি হরফ পাঠ আমার হৃদয় করে বিগলিত, সুবাসিত করে তোলে আমার সত্তা... সুমধুর সেই তেলাওয়াতের সময় বিস্মৃত হই আমি আমার প্রতিবেশ, হারিয়ে যাই বহুদূর... আমি আশ্রয় নিই মর্মবোধের ছায়ায়... আমি বিধৌত হই তাসবিহের বর্ষণে...

যদি কখনো ছুটে যায় আমার নামাজ, সে দুর্ভাবনায় আমি ভুগি আতঙ্কে...

হে নফস আমার, তোমার সকল দুর্ভাবনার সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও নামাজের অস্ত্র ধারণ করে, চিরজীবন তার পিঠে চড়ে অব্যাহত রাখো রণযাত্রা... হ্যাঁ, নামাজই প্রকৃত আশা... সেই পূর্ণতা, সেই প্রভাত—আমার হৃদয় জান্নাতের...

যতবার আমার কপালখানি লুটায় সেজদায়—খোদার প্রতি ভালোবাসা ও সন্তোষের আবেশে, ততবার জড়ায় ধরি মুনাজাতের গলা, সত্তাজুড়ে বিনীত হই

পরম সহনশীল সত্তার সমীপে... আশ্রয় নিই সেই কালিমার বাহুডোরে, যাতে মেখে দেওয়া হয়েছে আনন্দের প্রলেপ...

আমায় পুরস্কৃত করা হয়েছে বিজয়সমূহের পথে পরিচালিত করে—যখন ফিরিয়েছি সালাম, শেষ হয়েছে আখেরি বৈঠক...

বন্ধ করেছি ক্ষণিকের জন্য আমার বিবেক... সহায়তায় নেমেছি আমার প্রাণের আবেগের... অতঃপর ডুকরে কেঁদে বলেছি আমি—আমার নামাজই আমার আশা, আমার প্রাণের ভরসা... তার মাধ্যমেই আমি লাভ করি বিজয়, তার সাথেই আমি পৌঁছে যাব দয়াময়ের জান্নাতে...

***

মৃত্যুদণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে...

হে মানুষ!

এই দুনিয়ার প্রতি তোমার লালায়িত নয়ন উন্মুক্ত হয়েছে, তার মাটিতে তোমার ভোগবিলাসের শেকড় জন্মেছে, অতঃপর সে বৃক্ষ আকাশ ছাড়িয়েছে, দুনিয়ার কোণে কোণে ছড়িয়েছে তার ঘ্রাণ।

কিন্তু...

তোমার কুপ্রবৃত্তির পেছন-পেছন তোমার দুনিয়া ক্ষয়ে যাচ্ছে, তার আবর্জনা তোমার আখেরাতকে ভীষণ নোংরা করছে, দুনিয়ার গর্ত তোমাকে তোমার নামাজ থেকে উদাসীন করে দিচ্ছে, তোমার ইবাদত থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে!

বলো, কোন জিনিস তোমায় এত বড় ধোঁকায় ফেলল!

তুমি পতিত হয়েছ আঁধারের গোলকধাঁধায়, মহা জুলুমে নিজেকে করেছ ধ্বংস। তুমি যোগাযোগ ছিন্ন করেছ তোমার রবের সাথে, তার রশিবন্ধনী ছেড়ে দিয়েছ বিনা ভ্রুক্ষেপে। ফলে তোমার পিঠে পাপ জমেছে উঁচু পাহাড় হয়ে, তোমার মিজানের বাম পাল্লায় তা পড়ছে বালিকণার রূপে। হৃৎপিণ্ডের অধিক রক্তক্ষরণ তোমাকে করেছে ক্লান্ত, জীবনের সীমালঙ্ঘন তোমায় ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

তবে আল্লাহ্ কামনা করেন তোমার হেদায়েত, যেন তুমি বিস্মৃত হতে পারো অতীতের সব কুয়াশা, যেন তোমার আজকের শেষ দিবসে সূত্রপাত ঘটে অতি সুন্দর এক সূচনার।

অতএব, তুমি মুত্তাকি বান্দাদের দলে অবস্থানকারী ফাসেকের মতো হোয়ো না। ফিরে এসো আপন রবের দিকে, দলভুক্ত হও হেদায়েতপ্রাপ্তদের। মনে রেখো! যারা এসে নাম লেখায় ক্ষমাপ্রার্থীদের তালিকায়, তারা প্রত্যেকে লাভ করে আল্লাহর নিশ্চিত ক্ষমা। যত্ন নাও নিজের নামাজের, আর স্লোগান তোলো—আমি রয়েছি জাকেরিনদের সাথে।

হে, যুদ্ধে নামো তোমার নফসের বিরুদ্ধে...

একত্র করো যত শক্তি তোমার... আমল করে যাও এমনভাবে, যেন তোমার হিসাবের খাতা বহন করতে পারো তোমার ডান হাতে।

মনে রেখো, দুনিয়া কাফেরের ভোগোপকরণ, আর মুমিনের যাত্রাপথ মাত্র—যেখানে সে নিজেকে বসায় মুসাফিরের সারিতে...

অতএব, দৃঢ় করো প্রত্যয়, আরোহণ করো শৃঙ্গে, যেন দুনিয়ায় বিরাজ করতে পারো জান্নাতি আয়েশে এবং যেখানে থাকবে না দুঃসহ দুর্ভাবনা কিংবা নেয়ামতের মাঝে অবস্থান করেও ধ্বংস হওয়ার মতো অভিশাপ।

***

কেন তুমি নামাজ পড়ো না

হে নামাজত্যাগী, হে খোদার অবাধ্য, হে ভুলত্রুটির সাগরে ডুবন্ত, হে সীমাহীন পাপে জর্জরিত, হে জগতের মোহে ব্যস্ত; হে মানুষ, যে সময় নষ্ট করছ, খেলতামাশায়, সিরিয়ালের নেশায়, দুনিয়ার চাকরি ও কর্মব্যস্ততায়, কিছু পয়সার ধান্দায়—যা পরিশেষে তোমায় ক্লান্ত করে ছাড়ে, তুমি ডুবে যাও গভীর নিদ্রায়।

অথচ নামাজের কথা ভেবে দেখো, সে ব্যাপারে তুমি একেবারেই উদাসীন! মনে ঘুরে অসংখ্য প্রশ্ন যে, তুমি আল্লাহর মাঝে এমন কী দুর্বলতা দেখতে পেলে, যে সাহসে তুমি তার সাথে দাম্ভিকতা দেখাচ্ছ?! তুমি কি জানো না, নামাজ ইসলাম ও কুফরের মাঝে সংযোগ-রশি?! তুমি কি অবগত নও, ইবলিস মহাপরাক্রম খোদার একটিমাত্র সেজদার আদেশ অমান্য করায় জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল!?

হে বেনামাজি ভাইবোন, কেন তুমি নামাজ পড়ো না! অথচ আল্লাহ তোমাকে সকল ধরনের নেয়ামত ও কল্যাণের মাঝে রেখেছেন! যখনই তুমি তার কাছে ক্ষমা চাও, তিনি তোমায় ক্ষমা করেন, তোমার চাওয়া কবুল করেন!

হে নামাজত্যাগী ভাইবোন, কেন তুমি নামাজ পড়ো না! কেন তুমি আল্লাহকে ভুলে নামাজ পরিত্যাগ করছ অবিরত! প্রিয় ভাইবোন, তুমি কি সেই মহান সত্তাকে ভুলে থাকছ ধনসম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, চাকরিবাকরির নেশায়? না-কি একটু ঘুমধুম আর আহারবিহার-ভোজনের লালসায়? তোমার মুখে শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রেই এ কথা বের হয় যে, 'আল্লাহ হেদায়েত দিলে ভালো হয়ে যাব'; তাহলে তুমি চাকরিবাকরি ও ব্যাবসাবাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে কেন এটা বলো না, 'আল্লাহ রিজিক দিলে খাওয়াদাওয়া ও ভোগবিলাস করব!?'

তাই বলছি তোমায় হে নামাজ বর্জনকারী, কেন তুমি নামাজ পড়ো না! অথচ নামাজ হলো দ্বীনের ফাউন্ডেশন! আল্লাহ ও মুসলিম বান্দার মাঝে সম্পর্কের শক্তিশালী সংযোগ-রশি! যদি তুমি নামাজের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করো, তাহলে হয়ে যাবে আল্লাহর অস্বীকারকারী কাফেরের মতো! হয়ে পড়বে জালেমের দলভুক্ত!

কখনোই তো বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহ তোমার ন্যায় বেনামাজির প্রতি সন্তুষ্টি প্রদান করবেন না!

নামাজ দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। নামাজের মাধ্যমেই তুমি ইমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারবে। কালিয়ামে শাহাদাত পাঠ করার পর এই নামাজই তোমার জন্য সুস্বাদু পানির স্থলে অবতীর্ণ হবে। যখন তুমি নামাজের ভেতর রুকুতে যাবে, তখন তোমার গুনাহগুলো ঝরে পড়বে। যখন তুমি সেজদায় যাবে, তখন ফেরেশতারা রহমানের কাছে দোয়া করবেন। এই নামাজের ভেতরেই তুমি বলার সুযোগ পাবে, হে আল্লাহ আমার, এই হলো আপনার অনুগত বান্দা আমি, আপনি তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দিন।

কিন্তু হে নামাজত্যাগী ভাইবোন আমার, কবে তুমি সজাগ হবে!?

অতএব, উঠে দাঁড়াও, শুরু করো নামাজ; সময় নষ্ট করার চেয়ে এটাই উত্তম। তুমি ভ্রুক্ষেপ কোরো না শয়তানের ওয়াসওয়াসায়। সে তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু! নামাজ বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহর এক আদেশ। এ নামাজ ছিল পরম বিশ্বাসের পাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুকালীন অসিয়ত। তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় বলছিলেন, 'নামাজ, নামাজ! আর তোমাদের মালিকানাধীন বিষয় '!

তাই বলছি তোমায়, বেলা ফুরাবার আগেই নামাজের প্রতি ছুট দাও! মনে রেখো, সময় শেষ হলে উপকারে আসবে না তোমার ধনদৌলত, সন্তান-পরিজন কোনো কিছুই; তখন শুধু নিষ্কলুষ পরিশুদ্ধ হৃদয়ই হবে মুক্তির একমাত্র অবলম্বন।

অতএব, উঠে দাঁড়াও! অজুর পানি হাতে নাও! আর আল্লাহকে ডেকে বলো, আমি এসেছি তওবাকারী হয়ে, পবিত্রদের দলে শরিক হতে!

***

বিবেককে নামাজের স্বাদ উপভোগ করাও

বন্ধ করো আঁখিদ্বয়, ভাবো তুমি আছ এক পাহাড়ের চূড়ায়, গোটা বিশ্ব রয়েছে তোমার সমুখে... বুকে টেনে নাও এক লম্বা নিঃশ্বাস, তারপর একবারে ছাড়ো সবটুকু... এবার প্রশ্ন করো নিজেকে—এ বিশ্বের সাথে আমার কী সম্পর্ক? কেন আমি দুনিয়ার বস্তুগত উত্তেজনায় পরিচালিত হচ্ছি, অথচ ভুলে থাকছি আমার নামাজের কথা, যা হবে আমার মুক্তির সোপান!?

তোমার বিবেককে জানিয়ে দাও, এরপরে তো তোমার হারানোর কিছুই বাকি নেই! কারণ, রাস্তা তোমারই সামনে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—হয়তো তুমি বর্তমান হালতেই পড়ে থাকবে এবং এ পথের শেষে ডুবন্ত ব্যক্তির পরিণতি বরণ করবে; কোনো উচ্চস্থান হতে পানির গভীরে পতিত ব্যক্তির মতো, যে নিজেকে আবিষ্কার করে সাগরের গভীর তলদেশে এবং বোধ করে সীমাহীন অনুতাপ, যেহেতু অবহেলা করে সে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো ছিল; অনুতাপের ভারে সে মিশে যায়, যেহেতু এখন আর নেই মুক্তির কোনো উপায়। না-কি তুমি গ্রহণ করবে দ্বিতীয় পথ এবং থেমে যাবে এখনই খোদার দরবারে ক্ষমার হাত বাড়িয়ে, তার রহমতের আশায়, যেহেতু তিনি কবুল করেন বান্দার তওবা, ক্ষমা করেন তার যত পাপতাপ।

মনে রেখো, তুমি তোমার নামাজে লাভ করবে অপূর্ব শান্তি, যা নামাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা তোমার সকল ডাউনলোড করা ফাইলেও খুঁজে পাবে না। অচিরেই তুমি পৌঁছে যাবে মুক্তির ডিঙিতে, আশ্রয়ের লাইফবোটে। দৃঢ়ভাবে জেনো, নামাজে রয়েছে মুক্তি, আর মুক্তিতে রয়েছে তোমার জান্নাতে প্রবেশের টিকেট।

***

নামাজ নিয়ে আমার সাথে মানুষের প্রশ্নোত্তর

মানুষ আমায় প্রশ্ন করে, কার সাক্ষাৎ আপনার কাছে সবচেয়ে আনন্দের ও ভালো লাগবে? আমি বলি, আল্লাহ যে মানুষের মাঝে কল্যাণ রেখেছেন, তার কাছে তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের তুলনায় উত্তম অন্য কারোটিই হবে না। তারা জিজ্ঞেস করে, আপনি কীভাবে তার সাক্ষাৎ পাবেন? আপনি তো তাকে দেখতে পান না! আমি বলি, বরং তোমাদের এভাবে প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে, আপনি কীভাবে নিজের প্রকৃত পরিচয় পেতে পারেন, যদি তার সাক্ষাতের প্রত্যাশাই না রাখেন?! শোনো, তার সাথে আমার পাঁচবার সাক্ষাৎ ঘটে—আমি মসজিদুল হারামের দিকে আমার চেহারা ফেরাই, নামাজের আশ্রয়ে যাই, অতঃপর আমি তার সাক্ষাৎ পাই, যখন সেজদায় মাথা নোয়াই, এমনকি আমি তার নৈকট্য তালাশ প্রতি রাকাতে তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায়। বলো দেখি আমায়, আমাদের মাঝে কেউ কি অনুগত বান্দা হতে পারে, যদি রবের জন্য সে নামাজ না করে আদায়!?

তারা আমায় প্রশ্ন করে, সর্বোত্তম অন্তরঙ্গতা কোনটি? সবচেয়ে অমায়িক বন্ধু কে? আমি বলি, আমি কি তোমাদের বিলকিস রানির গল্প শোনাব? সে ধনসম্পদ ও ক্ষমতার বড়াইয়ে আপন রবের অবাধ্যতায় জড়িয়েছিল। সে নামাজ পড়ত না, দুনিয়ার তুচ্ছ শক্তি-ক্ষমতা তাকে ধোঁকায় ফেলেছিল। যদি তুমি তোমার সেই রবের সেজদায় মাথানত না করো, যিনি তোমায় জীবনপথে চলার দিশা দান করেছেন, দেহকাঠামোতে সুগঠিত করেছেন, জীবনোপকরণ দান করেছেন, নিরাপদে রেখেছেন, তাহলে তোমার সাথে তো ইবলিশের কোনো পার্থক্যই রইল না! তুমি কি চাও না সে রবের নৈকট্য ও ভালোবাসা? তার জান্নাতের প্রশান্তি, যার সুঘ্রাণ তোমার সুদূর দৃষ্টিসীমা হতেও পাওয়া যাবে?

প্রিয় বন্ধু আমার, অন্তরঙ্গ বন্ধুর পরিচয় হলো, যে রাতের আঁধারে নামাজে দণ্ডায়মান হয় আপন রবের তরে, রোজায় রত থাকে দিনের আলোতে, ডাকে আপন প্রভুকে—অথচ তুমি থাকো রাতের নির্জনে বেঘোরে ঘুমিয়ে! তাই তারই তো অধিকার জান্নাতে হেলেদুলে চলে নেয়ামত ভোগ করার!

আমি কি তোমাদের শোনাব ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের বিবরণ? শোনো, এমন একটি স্তম্ভ ও খুঁটি রয়েছে, যা পরম অনুগ্রহময় রব বান্দার ওপর ফরজ করেছেন। যদি তুমি সে বিধান ত্যাগ করো, তাহলে তুমি নিজের রবের সাথেই

সম্পর্ক ত্যাগ করলে, তোমার রিজিক নষ্ট করলে, ভাগ্য খারাপ করলে, এবং বিস্মৃত হলে যে, তুমি একটি তুচ্ছ নগণ্য মানুষ। আর যদি তুমি নামাজকে ভালোবাসো, তাহলে অধিক পুরস্কারের আশায় তার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করো, আমলের পাল্লায় স্তূপ স্তূপ নেকির পাথেয় ভরতি করো—অতঃপর দান করা হবে তোমায় এক বর্ণাঢ্য জীবন, যা তোমার জীবনের বাগানকে উন্নত জাতের ফল-ফুলে ভরিয়ে তুলবে।

হে আমার নফস, জীবনে নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারাই তোমার প্রকৃত সফলতা। প্রতিদিন তুমি আমার হৃদয়ে নামাজের প্রতি ভালোবাসার বৃদ্ধি করে যাও। আমিও তোমায় আরো বেশি ভালোবাসতে শুরু করব, যতবার প্রতিধ্বনিত হবে আমার কানে আজানের সুর। একটি সেজদায় মুছে দেওয়া হয়েছে আমার সব দুঃখ, প্রদান করা হয়েছে আমায় বরকত ও জান্নাতের সুখ, ওই সেজদায় আছে আল্লাহর দেওয়া শান্তি ও সুবাতাস, আছে হাজারো নেয়ামতের শাখা, আছে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা, আছে হৃদয়ের প্রশান্তি ও ইমানের স্নিগ্ধ ছোঁয়া।

তাই হে নফস, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কোনো ত্রুটি কোরো না। নামাজ সকাল-সন্ধ্যায় তোমার হৃদয় ভরিয়ে তুলবে তাকওয়ায়, আলোকিত করবে তোমার পথ, প্রশমন করবে মনের বিষণ্ণতা, বাঁচাবে সর্বপ্রকার জটিলতা ও নিরাশা থেকে।

হে নামাজত্যাগী ভাইবোন, দয়াময় ক্ষমাময় ন্যায়বান প্রভু আমাদের কাছে এগিয়ে এসেছেন। তাই পাঠ করো তার তাহলিল ও তাকবির, তবে উচ্চ হবে তোমার মর্যাদা। আর খুব দ্রুত করো, নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত নেককাজ সম্পাদন ভালোবাসেন।

পরিশেষে, নামাজ তোমার ওপর ও সকল মুসলমান ওপরেই ফরজ, অতএব এ কাজ আল্লাহর নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ!

***

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ ও মূল্য তালিকা

১. মুসলিম যুবকদের পুনর্জাগরণ।
মূলঃ ড আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস
অনুবাদ: মো আল আমিন রাকিব
পৃষ্ঠা: ১৬০
মূল্য: ৩২০ টাকা

২. নফসের ধোঁকা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।
মূল: হাবিব কাদরি ও সা'দ কাদরি
অনুবাদ: আলী আহমাদ মাবরুর
পৃষ্ঠা: ২৫৬
মূল্য: ৫৪০ টাকা

৩. ইসলামি সভ্যতা ও প্রাচ্যবাদ।
মূল: ড. মুসতফা আস সিবাঈ
অনুবাদ: আহমাদ রিফআত
পৃষ্ঠা: ২৪০
মূল্য ৫০০ টাকা

৪. **সকাল সন্ধ্যার দোয়া ও যিকির**
লেখক: মো আবু হুরায়রা
পৃষ্ঠা: ১৬
নির্ধারিত মূল্য: ২০ টাকা

৫. আঁধার থেকে আলোতে
মূল: উস্তাদ আলী হাম্মুদা
অনুবাদ: মো আল আমিন রাকিব
পৃষ্ঠা: ১৪৪
মূল্য: ৩০০ টাকা

৬. খোলো বোধের দুয়ার
লেখক: আলী আহমাদ মাবরুর
পৃষ্ঠা: ২১৬
মূল্য: ৪৪০ টাকা

৭. প্রশান্ত থাকুন
মূল: মোহাম্মদ আজিম হাসিলপুরী হাফি:
অনুবাদ: মো ওবায়দুর রহমান সিরাজি
পৃষ্ঠা: ১৬৮
মূল্য: ৩৪০

৮. উসওয়াতুন হাসানাহ
মূল: সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ:
অনুবাদ: সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
পৃষ্ঠা: ৮৮
মূল্য: ২২০ টাকা